ইসলামের মৌলিক নীতিমালা

প্রণয়নেঃ

আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ বিন সুলায়মান তামীমী (রঃ)

ভাষান্তরেঃ

মুহাম্মদ রকীবুদ্দীন আহমদ হুসাইন

সহযোগিতায়

মরহুমা (সাইয়েদা) মনিরা আল আব্দুল্লাহ আল-গাইছ

আল্লাহ তাঁদের কবুল করুন ও উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

বিতরণে

আন্তর্জাতিক ইসলামী ত্রাণ সংস্থা বাংলাদেশ অফিস

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

اعلم رحمك الله ـ أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل :

الأولى : العلم ، وهو معرفة الله ومعرفة نبيّه ، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة .

الثانية : العمل به .

الثالثة : الدعوة إليه .

الرابعة : الصبر على الأذى فيه .

والدليل قوله تعالى :

﴿ وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾ ﴾

(سورة ١٠٣ الآيات ١ ـ ٣)

এই সূরা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইমাম শাফেয়ী (রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন:

"আল্লাহ তাআলা যদি তাঁর সৃষ্টির প্রতি এই সূরা ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ বা যুক্তি অবতীর্ণ না করতেন, তা হলে এই সূরাই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো।"

ইমাম বুখারী (রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: "কথা ও কাজের পূর্বে হলো বিদ্যার স্থান" এর প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী:—

"কাজেই জেনে রাখো, আল্লাহ ব্যতীত কোনই মা'বুদ নেই, আর তাঁরই কাছে নিজ অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা কর।"

(সূরা — ৪৭, আয়াত-১৯)

এখানে আল্লাহ তা'আলা কথা ও কাজের পূর্বে বিদ্যা শিক্ষার উল্লেখ করেছেন।

জেনে রাখুন (আল্লাহ আপনার প্রতি করুণা বর্ষণ করুন): প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ে জ্ঞানার্জন এবং তদনুযায়ী কার্য সম্পাদন অবশ্য কর্তব্য।

এক: আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং রিয্ক প্রদান করেছেন, তারপর তিনি আমাদের এমনি ছেড়ে দেননি, বরঞ্চ তিনি আমাদের প্রতি হেদায়েতের উদ্দেশ্যে রাসূল প্রেরণ করেছেন। যে এই রাসূলের অনুসরন করবে সে জান্নাতবাসী হবে, এবং যে তাঁর আদেশ অমান্য করবে, সে জাহান্নামবাসী হবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এরশাদ করেন:

﴿ إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَٰهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۝ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَٰهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴾

(سورة ٧٣ الآيتان ١٥ ، ١٦)

(الثانية) أنَّ الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد ، لا ملك مقرب ، ولا نبي مرسل ، والدليل قوله تعالى :

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾

(سورة ٧٢ آية ١٨)

(الثالثة) أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب ، والدليل قوله تعالى :

﴿ لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ

" নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতি একজন রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ প্রেরণ করেছি, যেমন এর পূর্বে অন্য একজন রাসুল ফের'আউনের প্রতি পাঠিয়ে ছিলাম। অনন্তর ফের্‌আ'উন সেই রাসুলকে অমান্য করলো। ফলে আমি তাকে কঠোরভাবে পাক্‌ড়াও করলাম।"   (সুরা—৭৩, আয়াত-১৫ ও ১৬)

দুই : আল্লাহ তাআ'লা এবাদতের ক্ষেত্রে কাউকে তাঁর অংশীদার হতে দিতে রাজী নন, এমনকি তিনি ঘনিষ্ঠ কোন ফেরেশ্‌তা বা প্রেরিত কোন রাসুল হলেও না।

আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীতে তার প্রমাণ মিলে:—

" এবং মসজিদসমূহ আল্লাহরই (এবাদতের) জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং আল্লাহর সংগে অন্য কাউকে ডেকোনা।"

(সুরা—৭২, আয়াত–১৭ ও ১৮)

তিন : যে, রাসুলের অনুগত এবং আল্লাহ এক অদ্বিতীয় হওয়ার উপর বিশ্বাসী, তাঁর পক্ষে আল্লাহ ও রাসুলের কোন বিরুদ্ধচরণ-কারীর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা জায়েয নয়, যদি সে নিকটতম কোন আত্মীয়ও হয়। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী :—

" আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের উপর বিশ্বাস রাখে এমন কোন সম্প্রদায় আপনি পাবেন না। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরোধী-দের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে, এমনকি ওরা তাদের পিতা, পুত্র,

أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

(سورة ٥٨ آية ٢٢)

اعلم ـ أرشدك الله لطاعته ـ أن الحنيفيّة ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين ، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها ، كما قال تعالى :

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

(سورة ٥١ آية ٥٦)

ومعني يعبدون : يوحّدون .

وأعظم ما أمر الله به التوحيد ، وهو إفراد الله بالعبادة ، وأعظم مانهى عنه الشرك ، وهو دعوة غيره معه .

ভ্রাতা বা বংশধর হলেও না। আল্লাহ তাদের অন্তরে ঈমান দৃঢ় করে দিয়েছেন এবং নিজ অনুগ্রহে স্পষ্ট হেদায়েতের আলোকে তাঁদের শক্তি সম্পন্ন করে রেখেছেন, আর তাদের তিনি জান্নাতের এমন উদ্যানসমূহে স্থান দিবেন যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহ তা'আলার উপর সন্তুষ্ট। এরাই আল্লাহ তা'আলার দল। জেনে রাখো, আল্লাহর এই দলই পরিণামে সফলকাম হবে।" (সূরা—৫৮, আয়াত- ২২)

জেনে রাখুন (আল্লাহ আপনাকে তাঁর আনুগত্যের পথ প্রদর্শন করুন): সত্য ধর্ম তথা মিল্লাতে ইব্রাহীমের মূলকথা হলো, আপনি কেবলমাত্র আল্লাহরই এবাদত করবেন, তাঁরই জন্য দীন খালেস করে। আর এরই আদেশ দিয়েছেন সমগ্র মানব জাতিকে, এবং এরই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন তাদের। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"আমি জিন্ ও ইনসানকে কেবলমাত্র আমার এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা—৫১, আয়াত-৫৬)

"তারা আমার এবাদত করবে" এর অর্থ হলো— আমাকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করবে। তাওহীদই হলো আল্লাহ তা'আলার প্রধানতম আদেশ এবং এর অর্থ হলো আল্লাহকে এককভাবে এবাদত করা। পক্ষান্তরে আল্লাহর প্রধান নিষেধ হলো শিরক করা। আর এর অর্থ হলো আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডাকা।

والدليل قوله تعالى :

﴿ وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ﴾

(سورة ٤ آية ٣٦)

(الأصول الثلاثة)

فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها ؟

فقل معرفة العبد ربه ، ودينه ، ونبيه محمداً صلى الله عليه وسلم .

(الأصل الأول)

معرفة الله .

فإذا قيل لك من ربك ؟

فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته ، وهو معبودي ، ليس لي معبود سواه .

والدليل قوله تعالى :

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾

(سورة ١ آية ٢)

وكل من سوى الله عالَم ، وأنا واحد من ذلك العالم .

এর দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী :—

" এবং তোমরা আল্লাহরই এবাদত কর, আর তাঁর সাথে অন্য কিছু শরীক করোনা।" (সূরা—৪, আয়াত-৩৬)

তিনটি মৌলিক নীতি

যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয়, " কোন্ তিনটি নীতিমালা সম্পর্কে জ্ঞান রাখা প্রত্যেক মানুষের অবশ্য কর্তব্য " তখন উত্তরে বলুন : তা হলো :

(১) বান্দা তার প্রভু সম্পর্কে জ্ঞান রাখবে;

(২) বান্দা তার দীন বা ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান রাখবে এবং,

(৩) বান্দা তার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখবে।

প্রথম মৌলিক নীতি

আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে জ্ঞান : যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কে তোমার প্রভু ? তখন উত্তরে বলুন : আমার প্রভু আল্লাহ, যিনি আমাকে ও সমগ্র বিশ্বজগতকে আপন করুণা দ্বারা প্রতিপালন করেন। তিনিই আমার মা'বুদ। তিনি ব্যতীত আমার আর কোন মা'বুদ নেই। এর দলীল আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী :—

" সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রভু।"

(সূরা—১, আয়াত-১)

আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুই বিশ্বজগতের অন্তর্ভুক্ত, এবং আমি তো সেই সৃষ্টিজগতেরই একটি অংশমাত্র।

فإذا قيل لك : بم عرفت ربك ؟

فقل بآياته ومخلوقاته ، ومن آياته : الليل والنهار والشمس والقمر ، ومن مخلوقاته السموات والأرض ومن فيهن وما بينهما ، والدليل قوله تعالى :

﴿ وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (سورة ٤١ آية ٣٧)

وقوله تعالى :

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾

(سورة ٧ آية ٥٤)

এরপর যদি আপনাকে বলা হয় : কিসের মাধ্যমে আপনার প্রভুকে জানতে পারলেন।

তখন উত্তরে বলুন : আমার প্রভুকে জানতে পেরেছি তাঁর নিদর্শন-সমূহ ও সৃষ্টিরাজির মাধ্যমে। আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে—দিবা-রাত্রি ও চন্দ্র-সূর্য, আর তাঁর সৃষ্ট জগতের মধ্যে রয়েছে —আকাশ-মণ্ডল, পৃথিবী, আর যা কিছু এদের ভিতরে এবং যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যস্থলে বিরাজ করছে। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী : —

"আর তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে এই রাত্র-দিন ও চন্দ্র-সূর্য। তোমরা সূর্য বা চন্দ্র কাউকে সাজ্‌দা করবেনা, সাজ্‌দা করবে কেবল সেই আল্লাহকে যিনি ঐ সব সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা বাস্তবিক তাঁরই এবাদত করে থাক।"

(সূরা—৪১, আয়াত-৩৭)

আল্লাহ তা'আলার অন্য এক বাণীতে আছে।

"বস্তুতঃ তোমাদের প্রভু হলেন আল্লাহ যিনি আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবীকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর বিরাজমান হয়েছেন। তিনি রাতকে দিনের উপর সমাচ্ছন্ন করে দেন, যাতে রাত দ্রুতগতিতে দিনের অনুসরণ করে চলে। আর তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও তারকা-রাজি। সবই তাঁর নির্দেশে পরিচালিত। জেনে রাখো সৃষ্টি আর হুকুম প্রদানের মালিক তিনিই। চির মঙ্গলময় মহান আল্লাহ, তিনি সর্বজগতের প্রভু।"

(সূরা – ৭, আয়াত-৫৪)

والرب هو المعبود .

والدليل قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ● الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

(سورة ٢ الآيتان ٢١ ، ٢٢)

قال ابن كثير — رحمه الله — :

« الخالق لهذه الأشياء هوالمستحق للعبادة »

وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان ، والإحسان ، ومنه الدعاء ، والخوف ، والرجاء ، والتوكل ، والرغبة ، والرهبة ، والخشوع والخشية ، والإنابة ، والاستعانة ، والاستعاذة ، والاستغاثة ، والذبح ، والنذر ، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى ،

আর প্রভুই হলেন আমাদের মা'বুদ। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী :

"হে মানব জাতি. এবাদত কর তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন, তা হলে তোমরা নিশ্চয়ই মুত্তাকী হতে পারবে। তিনিই সেই প্রভু যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা স্বরূপ, আকাশকে ছাদ স্বরূপ তৈরী করেছেন, এবং আকাশ হতে বৃষ্টি ধারা অবতীর্ণ করে এর সাহায্যে নানা প্রকার ফল-শস্য উৎপন্ন করে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন। অতএব তোমরা এসব কথা জেনেশুনে তোমরা কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ করোনা।" (সূরা—২. আয়াত-২১ ও ২২)

কুরআন শরীফের প্রখ্যাত ভাষ্যকার ইবনে কাছীর (আল্লাহ্ তার উপর রহমত বর্ষন করুন) বলেন : "এই সমস্ত বস্তুরাজির যিনি স্রষ্টা তিনিই এবাদতের একমাত্র যোগ্য।"

বিভিন্ন প্রকার এবাদত যা করার নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন :

(ক) ইসলাম (الإسلام) : আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত হয়ে আত্মসমর্পণ করা,

(খ) ঈমান (الإيمان) : বিশ্বাস স্থাপন করা,

(গ) ইহসান (الإحسان) : সৎ কাজ সম্পাদন বা সৎআচরণ এবং এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে : الدعاء-প্রার্থনা, الخوف -ভয়, الرجاء -আশা, التوكل -ভরসা, الرغبة -আগ্রহ, الرهبة -সশ্রদ্ধ ভয় বা সম্ভ্রম, الخشوع -বিনয়-নম্রতা, الخشية -আশঙ্কা, ভয়, الإنابة -অনুশোচনা করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন, الاستعانة -সাহায্য প্রার্থনা, الاستعاذة -আশ্রয় প্রার্থনা, الاستغاثة -উদ্ধার কামনা, الذبح -জবাই বা কুরবানী করা, النذر -নজর বা মানত করা, ইত্যাদি যে সব এবাদতের আদেশ আল্লাহ-পাক দিয়েছেন, সবগুলিই একমাত্র আল্লাহ তাআলারই জন্য পালন করতে হবে।

والدليل قوله تعالى :

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾

(سورة ٧٢ آية ١٨)

فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر ، والدليل قوله تعالى :

﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴾

(سورة ٢٣ آية ١١٧)

وفي الحـــديث :

« الدعاء مخ العبادة » ، والدليل قوله تعالى :

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾

(سورة ٤٠ آية ٦٠)

الخـــوف

ودليل الخوف قوله تعالى :

﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾

(سورة ٣ آية ١٧٥)

এর প্রমাণ আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী :–

"আর মসজিদ সমূহ আল্লাহর (এবাদতের) জন্যই নির্ধারিত, সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকোনা।"

(সূরা - ৭২, আয়াত-১৮)

অতএব কেউ যদি উপরোক্ত বিষয়াদির কোন একটি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে সম্পাদন করে তা হলে সে মুশরিক কাফের বলে গণ্য হবে। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী :—

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে মা'বুদ হিসাবে অন্য কাউকে ডাকে, যার সমর্থনে তার কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই, তার হিসাব হবে তার প্রভুর সম্মুখে! নিশ্চয়ই কাফেরগণ পরিণামে সফলকাম হতে পারবে না।"

(সূরা—২৩, আয়াত-১১৭)

দো'আ : হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ; "দো'আ বা প্রার্থনা হচ্ছে এবাদতের মূল উপাদান।" এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী :—

"এবং তোমাদের প্রভু বলেন : তোমরা আমাকেই ডাকো, আমি তোমাদের দো'আ কবুল করবো। নিশ্চয়ই অহংকার-অহমিকার বশে যারা আমার এবাদত থেকে বিমুখ থাকে শীঘ্রই তারা লাঞ্ছিত-অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

(সূরা - ৪০, আয়াত-৬০)

ভয় : এর প্রমাণ আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী :—

অতএব তাদেরকে তোমরা ভয় করোনা ; বরং আমাকেই ভয় করে চলো যদি তোমরা প্রকৃত ঈমানদার হয়ে থাক।

(সূরা—৩, আয়াত-১৭৫

الرجـــــاء

ودليل الرجاء قوله تعالى :

﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًا ﴾ (سورة ١٨ آية ١١٠)

التـــــوكل

ودليل التوكل قوله تعالى :

﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾
(سورة ٥ آية ٢٣)

وَقَوْلُه ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ﴾
(سورة ٦٥ آية ٣)

الرغبة والرهبة والخشوع

ودليل الرغبة ، والرهبة ، والخشوع ، قوله تعالى :

﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُواْ لَنَا خَٰشِعِينَ ﴾
(سورة ٢١ آية ٩٠)

الخشـــــية

ودليل الخشية قوله تعالى :

আশা : এর প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী :—

"অতএব যে তার প্রভুর সাক্ষাত লাভের আশা পোষণ করে সে যেন নেক কাজ করে আর আপন প্রভুর এবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে।" (সুরা—১৮, আয়াত— ১১০)

তাওয়াক্কুল (ভরসা) :

এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী :—আর একমাত্র আল্লাহরই উপর তোমরা ভরসা স্থাপন কর, যদি তোমরা প্রকৃত ঈমানদার হয়ে থাক। (সুরা – ৬৫, আয়াত—৩)

আগ্রহ, সশ্রদ্ধ ভয় ও বিনয় নম্রতা :

এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী :– ' নিশ্চয়ই তারা নেক ও পুণ্য কাজে তৎপর ছিল, এবং আগ্রহ ও সশ্রদ্ধ ভয় সহকারে আমাকে ডাকতো, আর তারা আমার প্রতি ছিল বিনীত, নম্র।"

(সুরা —২১, আয়াত ৯০)

আশঙ্কা বা অমঙ্গলের ভয় :

এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী :

﴿ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (سورة ٢ آية ١٥٠)

الإنـــابة

ودليل الإنابة قوله تعالى :

﴿ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾ (سورة ٣٩ آية ٥٤)

الاســـتعانة

ودليل الاستعانة قوله تعالى :

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾

(سورة ١ آية ٥)

وفي الحديث :

« إذا استعنت فاستعن بالله »

الاســـتعاذة

ودليل الاستعاذة قوله تعالى

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ﴾

(سورة ١١٤ الآيتان ١ ، ٢)

"অতএব তাদের ভয় করোনা, আমাকেই তোমরা ভয় করো, যাতে আমি তোমাদের আমার নেয়ামত পূর্ণ করে দিতে পারি। ফলে আশা করা যায় তোমরা সঠিক পথ প্রাপ্ত হতে পারবে।"

(সূরা ২, আয়াত ১৫০)

অনুশোচনা বা তাওবা করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন :

এসম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে : "আর তোমরা তাওবা করে প্রভুর দিকে ফিরে এস এবং তোমাদের উপর আজাব আসার আগেই আল্লাহর অনুগত হয়ে যাও। কেননা; এরপর তোমরা কোন সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।" (সূরা—৩৯, আয়াত – ৫৪)

সাহায্য প্রার্থনা :

সাহায্য প্রার্থনার দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী : "হে আল্লাহ, আমরা তোমারই এবাদত করি এবং তোমার কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি।" (সূরা - ১, আয়াত — ৫)

হাদীসে আছে : "যখন সাহায্য চাও তখন কেবল আল্লাহরই কাছে সাহায্য কামনা কর।"

আশ্রয় প্রার্থনা :

এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী :—'বলুন, (হে রাসূল) আমি মানবকুলের প্রভু প্রতিপালক, মানবমণ্ডলীর অধিপতির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (সূরা—১১৪, আয়াত –১ ২)

الاستغاثة

ودليل الاستغاثة قوله تعالى :

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ (سورة ٨ آية ٩)

الذبح

ودليل الذبح قوله تعالى :

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ● لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾

(سورة ٦ الآيتان ١٦٢ ، ١٦٣)

ومن السنة : ـ

لعن الله من ذبح لغير الله .

النذر

ودليل النذر قوله تعالى :

﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾

(سورة ٧٦ آية ٧)

উদ্ধার প্রার্থনা :

উদ্ধার প্রার্থনা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : "(স্মরণ কর) যখন তোমরা তোমাদের নিজ প্রভুর সমীপে উদ্ধার কামনা করছিলে তখন তিনিই তোমাদের আবেদন কবুল করে জানালেন—নিশ্চয়ই আমি তোমাদের শক্তি যোগাব ক্রমান্বয়ে আগত এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা। (সূরা—৮, আয়াত—৯

জবাই বা কুরবানী :

কুরবানীর দলীল হলো আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী : "বলো নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু বিশ্ব জগতের প্রভু আল্লাহর জন্যই নিবেদিত। তাঁর কোন শরীক নেই। এবং আমি এরই জন্য আদিষ্ট, আর আমিই হচ্ছি প্রথম মুসলিম।" (সূরা—৬, আয়াত - ১৬২-১৬৩)

হাদীস শরীফেও এর প্রমাণ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

"আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নামে যারা কুরবানী করে আল্লাহ্ তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করেন।"

মানত :

মানতের প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী :

"তারা (নেককার লোকদের) মানত পূরণ করে এবং সে দিনকে (কেয়ামতের দিন) ভয় করে যে দিনের বিপদ হবে অতি ব্যাপক।" (সূরা —৭৬, আয়াত - ৭

(الأصل الثانى)

معرفة دين الإسلام بالأدلة .

وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله .

وهو ثلاث مراتب :

أ ـ الإسلام .

ب ـ الإيمان .

جـ ـ الإحسان .

المرتبة الأولى : الإسلام .

فأركان الإسلام خمسة :

١ ـ شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله .

٢ ـ وإقام الصلاة .

٣ ـ وإيتاء الزكاة .

٤ ـ وصوم رمضان .

٥ ـ وحج بيت الله الحرام .

আশা : এর প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী :—
"অতএব যে তার প্রভুর সাক্ষাত লাভের আশা পোষণ করে সে

দ্বিতীয় মৌলিক নীতি

"যুক্তি-প্রমাণাদিসহ ইসলাম ধর্মের সম্যক পরিচয়।"

আর তা হলো : তাওহীদের সাথে আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর বশ্যতা স্বীকার এবং শিরক ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ।

এই মৌলিক নীতির তিনটি পর্যায় রয়েছে, যথা :

(ক) ইসলাম (আত্মসমর্পণ)

(খ) ঈমান (বিশ্বাস)

(গ) ইহসান (শুভ কাজ বা সৎ আচরণ)

প্রথম পর্যায়ে : "ইসলাম"। আর এই ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি :

১। সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।

২। সালাত প্রতিষ্ঠিত করা।

৩। যাকাত প্রদান করা।

৪। রমযান মাসে সিয়াম পালন করা।

৫। আল্লাহর সম্মানিত পবিত্র ঘরের হজ্জ পালন করা।

فدليل الشهادة قوله تعالى :

﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

(سورة ٣ آية ١٨)

ومعناها لامعبود بحق إلا الله وحده، «لا إلهَ» نافياً جميع مايعبد من دون الله ، «إلا الله» مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته ، كما أنه ليس له شريك في ملكه ، وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ● إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ ● وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾

(سورة ٤٣ الآيات ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨)

একত্ববাদের সাক্ষাত এবং প্রমাণ হলো আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী :—

আল্লাহ নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনিই একমাত্র মাবুদ, ফেরেশতাকুল ও জ্ঞানবান ব্যক্তিরাও এই সাক্ষ্য প্রদান করেন সর্বদা তিনি ন্যায়দণ্ডের দ্বারা বিশ্বজগত পরিচালনা করেন। প্রকৃতপক্ষে সে পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।

(সূরা —৩ আয়াত—১৮

এই সাক্ষ্যের মর্মার্থ হলো : কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই প্রকৃত পক্ষে মা'বুদ হওয়ার যোগ্য। ' লা ইলাহা'' এই নেতিবাচক বাক্যাংশ দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছুর এবাদতকে সম্পূর্ণভাবে নাকচ করা হয়েছে, 'ইল্লাল্লাহ্'' এই ইতিবাচক বাক্যাংশের দ্বারা কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই এবাদত সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাঁর এবাদতে অন্য কোনে অংশীদার নেই, যেমন তাঁর রাজত্বেও কোন অংশীদার হতে পারে না। এরই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীতে : —

"এবং যখন ইব্রাহীম (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হউক) তাঁর পিতা ও আপন সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা যাদের এবাদত করছো তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমার সম্পর্ক কেবল তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন। আর একথাটিকে তিনি অক্ষয় বাণীরূপে তাঁর সন্তানদের রেখে গেলেন, যাতে তারা সত্যের পানে ফিরে আসে।"

(সূরা—৪৩, আয়াত—২৬, ২৭, ২৮)

وقوله تعالى :

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (سورة ٣ آية ٦٤)

ودليل شهادة أن محمدًا رسول الله قوله تعالى :

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (سورة ٩ آية ١٢٨)

ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله طاعته فيما أمر ، وتصديقه فيما أخبر ، واجتناب ما نهى عنه وزجر ، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع .

ودليل الصلاة ، والزكاة ، وتفسير التوحيد ، قوله تعالى :

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾

(سورة ٩٨ الآية ٥)

আল্লাহ ত'আলার অন্য একটি বাণীতে আছে ঃ

"(হে রাসুল) বলুন ঃ ওহে আহলে কিতাব এসো, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক সাধারণ কথা অনুসারে অঙ্গীকার করি যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো এবাদত করবোনা, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবো না এবং আল্লাহ ছাড়া আমরা একে অপরকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করবো না। তারা (আহলে কিতাব) যদি এতে পশ্চাৎপদ হয় তা হলে আপনি পরিষ্কারভাবে বলে দিন যে, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা হচ্ছি (আল্লাহর অনুগত) মুসলমান।"
(সূরা – ৩, আয়াত – ৬৪)

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসুল এই সাক্ষ্য প্রদানের দলীল হলো আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী :

নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট সমাগত হয়েছেন এমন এক রাসুল যিনি তোমাদেরই একজন, তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর জন্য পীড়াদায়ক, তিনি তোমাদেরই সার্বিক কল্যাণের জন্য সদা আগ্রহী ; আর মুমিনদের প্রতি তিনি অগাধ স্নেহশীল ও করুণাসিক্ত।
(সূরা ৯ আয়াত – ১২৮)

"মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসুল" এই সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ হলো তিনি যা আদেশ করেছেন তা মানা করা, তিনি যে বিষয়ের খবর দিয়েছেন তা সত্য বলে স্বীকার করা, আর যা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকা, এবং তাঁরই পন্থায় আল্লাহর এবাদত করা।

নামায, যাকাত ও তাওহীদের ব্যাখ্যা সম্পর্কে প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী ঃ

"এবং তাদেরকে তো কেবল এ আদেশই দেওয়া হয়েছিল যে, তারা আল্লাহর এবাদত করবে তাঁর জন্য দীন খালেস করে সত্যিকার অনুগত হয়ে, আর নামায প্রতিষ্ঠিত করবে এবং যাকাত প্রদান করবে। বস্তুতঃ এই হলো প্রকৃত সত্য-সুন্দর দীন।" (সূরা—৯৮, আয়াত—৫)

ودليل الصيام قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

(سورة ٢ آية ١٨٣)

ودليل الحج قوله تعالى :

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ (سورة ٣ آية ٩٧)

المرتبة الثانية : الإيمان :

وهو بضع وسبعون شعبة ، فأعلاها قول (لا إله إلا الله) وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة :

١ ــ أن تؤمن بالله ، ٢ ــ وملائكته ، ٣ ــ وكتبه ، ٤ ــ ورسله ، ٥ ــ واليوم الآخر ، ٦ ــ وبالقدر خيره وشره .

রোযার প্রমাণ হলো আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী ঃ

'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হলো যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর যাতে তোমরা মুত্তাকী হয়ে যেতে পার।" (সূরা – ২, আয়াত – ১৮৩)

হজ্জের প্রমাণ হলো আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী ঃ

'এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাবা গৃহের হজ্জ পালন সেই সব ব্যক্তিদের উপর ফরয যারা এ কাজ সম্পাদনের সামর্থ্য রাখে। আর যে এ আদেশ অমান্য করবে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ তা'আলা মোটেই জগতবাসীদের মুখাপেক্ষী নহে।" (সূরা—৩ আয়াত—৯৭)

দ্বিতীয় পর্য্যায়ঃ ঈমান

ঈমানের শাখা সত্তরেরও অধিক। তবে সর্বোচ্চ শাখা হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" অর্থাৎ "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই" এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। আর সর্বনিম্ন শাখা হলোঃ পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। এবং লজ্জা ঈমানের এক বিশেষ শাখা। ঈমানের রুকন মোট ছয়টি ঃ

(১) বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহর প্রতি, (২) তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, (৩) তাঁর আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি, (৪) তাঁর রাসুলগণের প্রতি, (৫) আখেরাতের প্রতি, (৬) এবং ভাগ্যের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতি।

والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى :

﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ (سورة ٢ آية ١٧٧)

ودليل القدر قوله تعالى :

﴿ إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ ﴾

(سورة ٥٤ آية ٤٩)

এই ছয় রুকনের সমর্থনে দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী •

"তোমরা পূর্বদিকে মুখ ফিরালে কি পশ্চিমদিকে তা কোন প্রকৃত পুণ্যের ব্যাপার নহে, বরং প্রকৃত পুণ্যের অধিকারী হলো সে ব্যক্তি যে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাগণ, আসমানী কিতাব ও নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে; মাল-সম্পদের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মুসাফির সাহায্যপ্রার্থী ভিক্ষুক ও ক্রীতদাসদের মুক্তির জন্য অর্থ ব্যয় করে এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে। আর যারা অঙ্গীকার করলে তা পূরণ করে এবং দুঃখ-দারিদ্র্যে ও রোগ-শোকে ও প্রচণ্ড যুদ্ধের সময় ধৈর্য অবলম্বন করে – বস্তুতঃ এরাই হচ্ছে মুত্তাকী-পরহেজগার।" (সূরা—২, আয়াত - ১৭৭)

ভাগ্য বা তাকদীর : এর প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী :

"নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি করেছি একটি তাকদীর-সহকারে।" (সূরা—৫৪ আয়াত—৪৯)

المرتبة الثالثة : الإحسان :

الإحسان ركن واحد :

وهو أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، والدليل قوله تعالى :

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴾

(سورة ١٦ آية ١٢٨)

وقوله تعالى :

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ● ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ● وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّٰجِدِينَ ● إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

(سورة ٢٦ الآيات ٢١٧ ـ ٢٢٠)

وقوله تعالى :

﴿ وَمَا تَكُونُ فِى شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا۟ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾

(سورة ١٠ آية ٦١)

তৃতীয় পর্যায়: ইহসান

ইহসান: এর রুকন মাত্র একটি এবং তা হলো: তুমি আল্লাহর এবাদত এমনভাবে সম্পাদন করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে নাও পাও তবে একথা মনে করে এবাদত করতে হবে যে, তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।

এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী:

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন যারা মুত্তাকী এবং সৎকর্মপরায়ণ।" (সূরা – ২৬, আয়াত—১২৮)

আল্লাহ তা'আলা অন্য একটি আয়াতে বলেন: "আর ভরসা কর সেই মহা পরাক্রান্ত দয়াময় আল্লাহর উপর যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দাঁড়াও এবং যখন তুমি মুসল্লীদের সাথে উঠাবসা কর। নিশ্চয় তিনিই হলেন সর্বশ্রোতা।"

(সূরা—১৬, আয়াত—২১৭-২২০)

আল্লাহ তা'আলার আরও একটি বাণী এর প্রমাণ: "এবং (হে রাসূল) তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, আর এ সম্পর্কে কুরআন শরীফ হতে যা কিছু আবৃত্তি করনা কেন, এবং তোমরা (হে লোকেরা) যে কাজ করনা কেন, সর্বাবস্থায় আমি তোমাদের পর্যবেক্ষণ করে থাকি যখন তোমরা এ সমস্ত কাজে প্রবৃত্ত হও।"

(সূরা—১০, আয়াত—৬১)

والدليل من السنة حديث جبريل المشهور :

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يامحمد أخبرني عن الإسلام ، فقال : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ، قال : صدقت ، فعجبنا له يسأله ويصدقه .

قال : فأخبرنى عن الإيمان ، قال : أن تؤمن بالله وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وبالقدر خيره وشره .

সুন্নাতে-নবী থেকে প্রসিদ্ধ হাদীসে-জিব্‌রীল এর প্রমাণ :

হযরত উমর বিন আল-খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন : একদা আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সমীপে বসা ছিলাম। এমন সময় সাদা ধবধবে পোষাক পরিহিত ঘন-কালো কেশ ধারী একজন লোক আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। ভ্রমণের কোন চিহ্ন তাঁর উপর দেখা যাচ্ছিল না। আমরা কেউ তাঁকে চিনতেও পারিনি। অতঃপর তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সম্মুখে তাঁর হাঁটুর সাথে আপন হাঁটু মিলিয়ে বসলেন, এবং আপন হস্তদ্বয় নিজ উরু দেশে রাখলেন।

তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। উত্তরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : ইসলাম হলো : (১) তোমার এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, (২) তুমি নামায প্রতিষ্ঠিত করবে, (৩) তুমি যাকাত প্রদান করবে (৪) রমজান মাসে সিয়াম পালন করবে, তোমার সামর্থ্য থাকলে কাবা গৃহের হজ্জ পালন করবে। আগন্তুক বললেন : আপনি সত্য বলেছেন। তখন আমরা তাঁর ব্যাপারে আশ্চর্যান্বিত হলাম। কেননা, তিনি নিজেই নবীকে প্রশ্ন করেন আবার নিজেই তাঁর সত্যায়ন করেন।

আগন্তুক বললেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। উত্তরে নবী বললেন : ঈমান হলো আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, পরকাল ও ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি তোমার বিশ্বাস স্থাপন করা।

قال : فأخبرنى عن الإحسان ، قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك .

قال : فأخبرنى عن الساعة ، قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل .

قال : فأخبرني عن أماراتها ، قال : أن تلد الأمة ربتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان .

ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي : يا عمر ، أتدرى من السائل ؟

قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم .

এরপর আগন্তুক বললেন : আমাকে ইহ্সান সম্পর্কে খবর দিন।

নবীজী উত্তরে বললেন : ইহসান হলো তুমি আল্লাহ তা'আলার এবাদত এমন ভাবে সম্পাদন করবে যে তুমি যেন তাঁকে স্বচক্ষে দেখছো। আর তা যদি নাও হয়, তবে একথা মনে করতে হবে যে, তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে সরাসরি দেখছেন।

আগন্তুক বললেন : আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন।

নবীজী বললেন : এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা বেশী জানে না।

আগন্তুক বললেন : তবে কিয়ামতের লক্ষনাদি সম্পর্কে আমাকে খবর দিন।

নবী বললেন, দাসী হবে আপন প্রভুর জননী, নগ্নদেহ, নগ্নপদ অভাবগ্রস্থ রাখালগণ সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে।

অতঃপর আগন্তুক প্রস্থান করলেন। নবীজী কিছুক্ষন নীরব থেকে পরক্ষণেই বললেন : হে ওমর! তুমি কি জান, জিজ্ঞাসাকারী কে ছিল? আমি বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এ বিষয়ে অধিক জানেন। তখন নবিজী বললেন : ইনিই জিব্রীল ফেরেশতা। তোমাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন।

(الأصل الثالث)

معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم

وهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ، ولد بمكة المكرمة ، وتوفاه الله وله من العمر ثلاث وستون سنة ، منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا .

نُبىء باقرأ ، وأرسل بالمدثر .

وبلده مكة .

بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى :

তৃতীয় মৌলিক নীতি

আপনাদের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে জানা

তিনি হলেন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিবের পুত্র "মুহাম্মদ"। আবদুল মুত্তালিবের পিতা হাশিম কুরাইশ বংশোদ্ভূত। আর কুরাইশ আরবের এক বিশিষ্ট গোত্র এবং আরবগণ ইব্রাহীম খালীলুল্লাহর পুত্র হযরত ইসমাঈল এর বংশধর। (আল্লাহ তাঁর ও আমাদের নবীজীর উপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন)। হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং আল্লাহ তাঁকে ৬৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু দান করেন। জীবনের প্রথম চল্লিশ বছর নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে এবং অবশিষ্ট ২৩ বছর নবী হিসাবে অতিবাহিত করেন।

সূরা 'ইকরা' অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে তিনি নবুওত এবং সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির' অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে তিনি রিসালত প্রাপ্ত হন।

তাঁর জন্ম-শহর পবিত্র মক্কা নগরী।

শিরক থেকে সতর্ক এবং তাওহীদের প্রতি আহবান জানোনোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী :

﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ • قُمْ فَأَنذِرْ • وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ • وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ • وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ • وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ • وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾

(سورة ٧٤ الآيات ١ ـ ٧)

(قم فأنذر) ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد (وربك فكبر) عظمه بالتوحيد . (وثيابك فطهر) أي طهر أعمالك من الشرك . (والرجز فاهجر) الرجز : الأصنام ، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها .

أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد ، وبعد العشر عرج به إلى السماء ، وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين .

وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة .

والهجرة الإنتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام .

হে কম্বলে আবৃত শয্যাশায়ী, উঠ। আর সবাইকে সতর্ক কর এবং আপন প্রভুর মহিমা ঘোষণা কর। আর নিজ বস্ত্রাদি পবিত্র রাখ এবং প্রতিমারাজি থেকে দূরে থাক। অধিক পাওয়ার লোভে কারো প্রতি ইহসান করো না। আর আপন প্রভুর নির্দেশ পালনে ধৈর্য ধারণ করো। (সূরা ৭৪, আয়াত—১-৭)

"উঠ, এবং সতর্ক কর" এর অর্থ - তিনি মানুষকে শিরক থেকে সতর্ক করবেন এবং (আল্লাহর) তাওহীদের প্রতি মানুষকে আহবান জানাবেন। আপন প্রভুর "মহিমা ঘোষণা কর" এর অর্থ – আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণার মাধ্যমে তাঁর মহাত্ম প্রচার কর। 'তোমার বস্ত্রাদি পবিত্র রাখ" এর অর্থ—আপন কার্যাবলী শিরকের কালিমা থেকে পবিত্র রাখ। "প্রতিমারাজি থেকে দূরে থাকার" এই বাক্যে "রুজয" মানে—প্রতিমাসমূহ, এবং প্রতিমারাজি থেকে দূরে থাকার অর্থ – প্রতিমা ও প্রতিমা পূজকদের বর্জন করা এবং তাদের সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্ছেদ করা।

এভাবে তিনি (নবিজী) দশ বছর যাবৎ আল্লাহর তাওহীদের প্রতি মানুসকে আহবান জানাতে থাকেন। দশ বছর পর তাঁকে মি'রাজে নেওয়া হয় এবং সেখানে তাঁর উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়। তিন বছর তিনি মক্কা শরীফে সালাত আদায় করেন। পরে তাঁকে মদীনা শরীফে হিজরত করার আদেশ দেওয়া হয়।

হিজরত মানে শিরকের রাজ্য ত্যাগ করে ইসলামের রাজ্যে গমন করা।

والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الاسلام ، وهى باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ● إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ● فَأُو۟لَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾

(سورة ٤ الأيات ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩)

وقوله تعالى :

﴿ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ أَرْضِى وَٰسِعَةٌ فَإِيَّٰىَ فَٱعْبُدُونِ ﴾

(سورة ٢٩ آية ٥٦)

শিরকের রাজ্য থেকে ইসলামী রাজত্বে হিজরত করা এই উম্মতে-মুহাম্মাদীয়ার উপর ফরয এবং এই হিজরত কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী : "যারা নিজেদের আত্মার উপর যুলুম করছিল, এমতাবস্থায় ফেরেশতাগণ যখন তাদের জান কবজ করলো, তখন জিজ্ঞাসা করলো - তোমার কিসের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছিলে? তারা উত্তরে বললো : আমরা পৃথিবীতে দুর্বল ও প্রভাবান্বিত ছিলাম। ফেরেশতাগণ তখন বললো : আল্লাহর যমীন কি এতটা প্রশস্ত ছিলনা যাতে তোমরা হিজরত করে চলে যেতে পারতে? অতএব এসব লোকের আশ্রয়স্থল হলো জাহান্নাম এবং তা হলো নিকৃষ্টতম গন্তব্যস্থল। তবে যেসব দুর্বল প্রভাবান্বিত পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু এমন অবস্থায় ছিল যে, তাদের কোন উপায় এবং পথ উদ্ভাবনের সামর্থ ছিল না, তাদের ক্ষমা করে দিতে পারেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, বড়ই মার্জনাকারী।"

(সূরা—৪, আয়াত, ৯৭ - ৯৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

"হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ, আমার যমীন খুবই প্রশস্ত। অতএব তোমরা কেবল আমারই ইবাদত কর।"

(সূরা—২৯, আয়াত—৫৬)

قال البغوي رحمه الله :

« سبب نزول هذه الآية : أن المسلمين الذين فى مكة لم يهاجروا ، فناداهم الله باسم الإيمان » .

والدليل على الهجرة من السنة قوله :

« لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها » .

فلما استقر في المدينة أُمِر ببقية شرائع الإسلام ، مثل الزكاة ، والصوم ، والحج ، والأذان ، والجهاد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وغير ذلك من شرائع الإسلام .

أخذ على هذا عشر سنين ، وتُوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق ، وهذا دينه ، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه .

আল্লামা বাগাভী (আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) বলেন :

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হলো : যে সব মুসলমান মক্কায় রয়ে গিয়েছিলেন এবং হিজরত করেন নাই, আল্লাহ্ তাদেরকে বিশ্বাসী বলে আহবান জানান।

হিজরত করা যে সুন্নাত তার প্রমাণ হলো রাসূলের নিম্নোক্ত হাদীস :

"তাওবা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না এবং পশ্চিম দিক থেকে সূর্য্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত তাওবার পথও বন্ধ হবে না।"

যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় স্থিতিশীল জীবন যাপন শুরু করলেন তখন তিনি শরীআ'তের অবশিষ্ট আদেশ-গুলি প্রাপ্ত হন, যথা : যাকাত, রোযা, হজ্জ, আযান, জিহাদ, সৎ-কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদান ইত্যাদি ইসলামের বিধান সমূহ।

এভাবে তিনি দশ বছর অতিবাহিত করার পর পরলোক গমন করেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুণ। তাঁর প্রচারিত ধর্ম বাকী থাকবে। এই তাঁর ধর্ম। এমন কোন মঙ্গল নেই যা তিনি উম্মতকে বলে যাননি, এবং এমন কোন অমঙ্গল নেই যে সম্পর্কে তিনি তাদের সতর্ক করেন নি।

والخير الذي دعا إليه : التوحيد وجميع مايحبه الله ويرضاه ، والشر الذي حذرها عنه : الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه .

بعثه الله إلى النا‍س كافة ، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى :

﴿ قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾
(سورة ٧ آية ١٥٨)

وكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى :

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ﴾
(سورة ٥ آية ٣)

والدليل على موته قوله تعالى :

﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ● ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴾
(سورة ٣٩ آية ٣١)

যে সব কল্যাণের প্রতি তিনি আহবান করেছেন তা হলো : তাওহীদ ও ঐ সমস্ত বিষয় যা আল্লাহর প্রিয় ও পছন্দনীয়। আর যে সব অকল্যাণ থেকে তিনি সতর্ক করে গেছেন তা হলো : শিরক ও ঐ সমস্ত বিষয় যা আল্লাহর অপছন্দনীয় ও অস্বীকৃত।

আল্লাহ তা'আলা হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরণ করেছেন এবং সমস্ত জিন ও ইনসানের ওপর তাঁর আনুগত্য ফরয করে দিয়েছেন। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী :

"(হে রাসূল) বলুন, ওহে মানবমণ্ডলি! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রাসূল।" (সূরা—৭, আয়াত ১৫৮)

আর আল্লাহতা'আলা তাঁর (নবিজীর) মাধ্যমে ধর্মকে পূর্ণ পরিণত করলেন। এর প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী :

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ-পরিণত করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য আমি ইসলামকেই ধর্ম হিসাবে মনোনীত করে নিলাম।"

(সূরা—৫, আয়াত—৩)

তাঁর (নবিজীর) মৃত্যুর প্রমাণ হলো আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী :

"(হে মুহাম্মদ) তোমার মৃত্যু নিশ্চিত এবং ওরাও নিশ্চয় মৃত্যু বরণ করবে; অতঃপর তোমরা সকলে নিশ্চয় কিয়ামতের দিন আপন প্রভুর সামনে বাদ-বিসম্বাদ করতে থাকবে।"

সূরা—৩৯, আয়াত—৩০

والناس اذا ماتوا يبعثون ، والدليل قوله تعالى :

﴿ مِنْهَا خَلَقْنَٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾
(سورة ٢٠ آية ٥٥)

وقــوله تعــالى :

﴿ وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ۝ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾ (سورة ٧١ الآيتان ١٧ ، ١٨)

وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم ، والدليل قوله تعالى :

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ﴾
(سورة ٥٣ آية ٣١)

মৃত্যুর পর মানুষকে (কিয়ামতের দিন) অবশ্যই পুনর্জীবিত করা হবে। এর প্রমাণ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :

"এ মাটি থেকেই আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, এরই মধ্যে আমি তোমাদের প্রত্যাবর্তিত করাবো এবং এ মাটি থেকেই আমি তোমাদের পুনরায় বের করবো। (সূরা – ২০, আয়াত—৫৫)

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অন্য একটি আয়াতে বলেন :

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যমীন থেকে এক বিশেষ পদ্ধতিতে উদ্ভূত করেছেন, পরে আবার তিনি এ মাটিতেই তোমাদের প্রত্যাবর্তিত করবেন এবং তারপর এর মধ্য থেকে তিনি তোমাদেরকে সহসাই বের করে নিবেন।" (সূরা—৭১, আয়াত ১৭ ও ১৮)

পুনর্জীবিত হওয়ার পর সকলের হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে এবং প্রত্যেকের আমল অনুযায়ী প্রতিফল প্রদান করা হবে।

এর প্রমাণ আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী :

"যা কিছু আকাশমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু পৃথিবীতে আছে, সবকিছুই আল্লাহর অধিকারে। যারা দুষ্কর্ম করে তাদের যথোপযুক্ত শাস্তি দিবেন এবং যারা সৎকর্মশীল তাদের উত্তম প্রতিফল দান করবেন।" (সূরা — ৫৩, আয়াত — ৩১)

ومن كذب بالبعث كفر ، والدليل قوله تعالى :

﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبْعَثُواْۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ (سورة ٦٤ آية ٧)

وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين ، والدليل قوله تعالى :

﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ (سورة ٤ آية ١٦٥)

وأولهم نوح عليه السلام ، وآخرهم محمد وهو خاتم النبيين .

والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى :

﴿ إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦۚ ﴾
(سورة ٤ آية ١٦٣)

আর, যে পুনর্জীবনের ওপর বিশ্বাস রাখে না সে কাফের। এর প্রমাণ আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী :

"কাফেরগণ এই ধারণা পোষণ করে যে, তাদের পুনর্জীবিত করা হবেনা। আপনি বলুন : হাঁ, আমার প্রভুর শপথ করে বলছি, নিশ্চয়ই তোমাদের পুনর্জীবিত করা হবে। অতঃপর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করা হবে। আর এ কাজ আল্লাহ্র পক্ষে অতি সহজ।" (সূরা—৬৪, আয়াত—৭)

আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত রাসূলগণকে শুভ সংবাদবাহী ও সতর্কতা প্রদানকারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। এর প্রমাণ আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী :

"আমি তাদের সবাইকে শুভ সংবাদবাহী ও সতর্কতা প্রদানকারী রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছি যাতে এই রাসূলগণের আগমনের পর মানুষের পক্ষে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন যুক্তি না থাকে।"

(সূরা—৪, আয়াত ১৬৫)

তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম রসূল হলেন হযরত নূহ (আলাইহিস সালাম) আর সর্বশেষ রসূল হলেন হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তিনিই নবীগণের সীলমোহর স্বরূপ অর্থাৎ তাঁরই মাধ্যমে নবীগণের আগমন ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

হযরত নূহ (আলাইহিস সালাম) যে প্রথম রসূল এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী :

"নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি ওয়াহী (বার্তা) প্রেরণ করেছি, যেমন ওয়াহী প্রেরণ করেছিলাম নূহ ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের প্রতি।" (সূরা—৪, আয়াত—১৬৩)

وكل أمة بعث الله إليهم رسولاً من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده ، وينهاهم عن عبادة الطاغوت ، والدليل قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ (سورة ١٦ آية ٣٦)

وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله .

قال ابن القيم رحمه الله :

« معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع » .

والطواغيت كثيرون ورءوسهم خمسة :

١ ــ إبليس لعنه الله .

٢ ــ ومن عُبد وهو راض .

٣ ــ ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه .

হযরত নূহ (আলাইহিস সালাম) থেকে হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত প্রত্যেক উম্মতের প্রতি রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাঁদের একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই এবাদত করার আদেশ এবং তাগুতের (শয়তান বা শয়তানী শক্তি সমূহের) এবাদত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করতেন। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বানী :

প্রত্যেক জাতির প্রতি আমি একজন রাসূল পাঠিয়েছি এই আদেশ সহকারে যে তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত (শয়তানী বা শয়তানী শক্তি)-এর এবাদত থেকে দূরে থাক।"

(সূরা –১৬, আয়াত ৩৬)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত বান্দাদের উপর তাগুতকে (শয়তান বা শয়তানী শক্তিকে) অস্বীকার এবং আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস স্থাপন ফরয করে দিয়েছেন।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যুম (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) বলেন :

তাগুত শব্দের মূল অর্থ : বান্দা যাকে তার সীমার উর্দ্ধে স্থাপন করে। সে কোন উপাস্যও কিংবা কোন অনুসৃত ব্যক্তি হতে পারে কিংবা যার আনুগত্য করা যায় এমন ব্যক্তিও হতে পারে।

তাগুতের সংখ্যা অনেক। এদের প্রধান হচ্ছে পাঁচটি :

(১) ইবলিস (তার উপর আল্লাহ লা'নাত করুন)

(২) এমন ব্যক্তি যার এবাদত করা হলে সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে।

(৩) যে নিজের এবাদতের প্রতি মানুষকে আহবান জানায়।

٤ ــ ومن ادعى شيئا من علم الغيب .

٥ ــ ومن حكم بغير ما أنزل الله .

والدليل قوله تعالى :

﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (سورة ٢ آية ٢٥٦)

وهذا هو معنى : (لا إله إلا الله)

وفي الحديث :

«رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» .

والله أعلم

(৪) যে অদৃশ্য জ্ঞান বা ইলমে-গায়বের দাবী করে।

(৫) এবং যে আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ আইন ব্যতীত অন্য আইনের শাসন পরিচালনা করে।

এর প্রমাণ আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী :

ধর্ম গ্রহণে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তি থেকে হেদায়াত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এরপর যে ব্যক্তি তাগুতকে (শয়তান বা শয়তানী শক্তিকে) অস্বীকার করে আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে নিশ্চয়ই সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধারণ করলো যা কোনদিন ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ তা'আলাই হলেন সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।" (সূরা—২, আয়াত—২৫৬)

এটাই হলো কালেমা "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্" এর প্রকৃত অর্থ।

এবং হাদীস শরীফে আছে :

"আদেশ-নির্দেশের শীর্ষ-স্থানীয় হলো ইসলাম। সালাত হলো তার স্তম্ভ, আর উচ্চতর স্তম্ভ হলো আল্লাহর পথে জিহাদ"।

আর আল্লাহই সমধিক জ্ঞানবান।

সমাপ্ত

الصفحة	رؤوس البحوث في هذه الرسالة
٤	مقدمات في واجبات المسلم
١٢	الأصـــل الأول معرفة الله بأدلتها ، وذكر أنواع العبادة بأدلتها إجمــالاً وتفصيــلاً
٢٥	الأصـــل الثــاني معرفة دين الإسلام بالأدلة إجمالاً وتفصيلاً ومراتبه وأركان الإسلام والإيمان
٤١	الأصـــل الثالـث : معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وذكر نسبه ، وهجرته ، ودعوته وغير ذلك من الفوائد الجَـمَّـة

اهـ

هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية توزيع

مكتب بنغلاديش